বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 18 FEB 1989
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

024

শিক্ষাঙ্গন

শিক্ষার মান নির্ণয়ে মানদণ্ড

ভূমিকা ঃ জ্ঞানীজনের মতে, শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর কিছুদিনের জন্য আমরা এই সত্য থেকে দূরে সরে পড়েছিলাম। কিন্তু সত্যের যা রীতি তাই হয়েছে। সত্যকে বেশী দিনের জন্য উপেক্ষা করা যায় না। সৌভাগ্যের বিষয় আজকাল দেশময় শিক্ষা পরিবেশ গড়ে তোলার একটা প্রচেষ্টার সূচনা হয়েছে যা কিছুদিন আগেও উপস্থিত ছিল না। এই পরিবর্তন নিঃসন্দেহেই উৎসাহব্যঞ্জক। শিক্ষার পরিবেশ গঠনের পাশাপাশি মান উন্নয়নের কথাটাও বারংবার উচ্চারিত হচ্ছে। বলা বাহুল্য সুশিক্ষাই মানুষের কাজে লাগে। সরকারের পক্ষ থেকে ঘোষিত হচ্ছে যে, যত্র-তত্র স্কুল প্রতিষ্ঠা করা চলবে না এবং প্রতিষ্ঠিত স্কুলগুলোকে ন্যূনতম মান বজায় রাখতে হবে। সরকারের এই বলিষ্ঠ ঘোষণা ভবিষ্যতের দিক-নির্দেশক।

উদ্দেশ্য ঃ উন্নত শিক্ষামানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে সরকার কর্তৃক সাহায্য/পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করা উচিত। যাতে তার শিক্ষার মান উত্তরোত্তর বাড়ে এবং নিম্নমানের স্কুলগুলো নিরুৎসাহিত হয়। সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা পেতে হলে নিম্নমানের স্কুলগুলোকেও একটা ন্যূনতম মানে পৌছাতে হবে; এই প্রক্রিয়ায় সরকার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ন্যূনতম মান নিশ্চিত করতে পারে। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার মান নিয়ন্ত্রণ এবং এই মান সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা প্রদানের জন্য কিভাবে ব্যবহার করা যায় সে বিষয় এই নিবন্ধে আলোচিত হল।

শিক্ষামান সূচক নির্ণয় ঃ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মান তুলনা করতে হলে ন্যূনতম একটা মাপকাঠি ধরে নিতে হবে। প্রত্যেক অভিভাবক, শিক্ষক আশা করেন যাতে ছাত্র-ছাত্রীরা প্রথম বিভাগে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। তাই এটাকে ন্যূনতম মাপকাঠি হিসেবে ধরা হলো। সেক্ষেত্রে প্রতিটি প্রথম বিভাগের জন্য ৩, দ্বিতীয় বিভাগের জন্য ২ এবং তৃতীয় বিভাগের জন্য ১ স্কোর ধরা যায়।

একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে যত জন ছাত্র-ছাত্রী রেজিস্টার্ড হবে তাকে ৩ দিয়ে গুণ করলে এই স্কোর পাওয়া যাবে।

ঐ প্রতিষ্ঠানের সর্বোচ্চ স্কোর নির্ণীত হবে সর্বোচ্চ স্কোর= রেজিস্টারী করা ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ×৩ হিসেবে।

এই প্রতিষ্ঠান থেকে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ ছাত্রদের উপযুক্ত স্কোর দিয়ে গুণ করার পর মোট স্কোরকে সর্বোচ্চ স্কোরের বিপরীতে শতকরা করলে ঐ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষামান সূচক নির্ণীত হবে।

অতএব বলা চলে যে উপরোক্ত "শিক্ষা মান সূচক" একটা স্কুলের শিক্ষার মান প্রতিফলিত করে।

এই নির্ণীত শিক্ষামান সূচক বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষার মান উন্নয়নে ব্যবহার করা যেতে পারে। প্রতিটি স্কুল সরকারের কাছ থেকে মঞ্জুরি/আর্থিক পৃষ্ঠপোষকতা ইত্যাদি পেয়ে থাকে। আর্থিক পৃষ্ঠপোষকতাদানের বেলায় এই শিক্ষামান সূচক প্রয়োগ করা যায়। এই সূচককে ৫০%-এর কম পেলে আর্থিক সহায়তা থেকে বাদ দেয়া যায়। ৬০%, ৭৫% হলে আনুপাতিক হারে সেসব স্কুলকে অর্থ মঞ্জুরি বেশী দেয়া যায়। যেসব স্কুল পর পর তিন বছর ৫০% কম পাবে তাদের অনুমোদন বাতিল করা যায়। এই প্রক্রিয়ায় শিক্ষামান সূচক দেশে শিক্ষার মান উন্নয়নে বিরাট ভূমিকা পালন করতে পারে।

শিক্ষামান সূচক স্কুল, কলেজ, এমনকি বিশ্ববিদ্যালয়েও ব্যবহার করা যেতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রয়োগের বেলায় এর সামান্য পরিবর্তন প্রয়োজন হতে পারে। উন্নত শিক্ষাই জাতিকে দ্রুত উন্নতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। প্রস্তাবিত শিক্ষামান সূচক ব্যবহার করলে শিক্ষা বিভাগের হাতে আর্থিক অনুদানের সংগে শিক্ষার মানের সংযোগ করার একটা সুযোগ আসবে। এই প্রক্রিয়া দেশে শিক্ষার মান উন্নয়ন করবে বলে আশা করা যায়।

—ডঃ শফিকুর রহমান ও
ফরিদা রহমান